লায়ন্স, মেডিচির সাহায্যের ফলে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফরাসী রাজদরবার ভেনিসীয়দের সেখানে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান এবং ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্টান্ট হ্যাবসবার্গ আধিপত্যের পরিবর্ত হিসাবে লায়ন্স গড়ে ওঠে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ভেনিস কিছুটা উন্নতি করে, যখন আন্টওয়ার্প ও সম্পূর্ণ প্রোটেস্টান্ট ফ্লান্ডার্স অঞ্চল ক্যাথলিক স্প্যানিশ শাসনের অধীনে বিদ্রোহ করেছিল। ব্যবসা পুনরায় অ্যান্টওয়ার্প-এর দিক থেকে ভেনিসের দিকে গিয়েছিল। স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডের যুদ্ধ ভেনিসীয় অর্থনীতি ও ব্যবসায়ে ভেনিসের মুনাফাকে উদ্দীপিত করে। এছাড়াও এর ফলে সৈন্য ও সম্পদ পরিবহন এবং আটলান্টিক অতিক্রম করে নেদারল্যান্ড থেকে স্পেনে পশমের রপ্তানীকেও উদ্দীপিত করে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ভেনিসীয় ব্যবসায়ীরা কনস্টান্টিনোপল (ইস্তানবুল), আলেকজান্দ্রিয়া, এ্যালেপ্পো (Aleppo) প্রভৃতি বন্দরে আসতে শুরু করে। এ্যালেপ্পোতে ভেনিস ১·৫ মিলিয়ন সোনার মূল্যের ব্যবসা করত, যেখানে সারা ইউরোপীয় দেশগুলির বাণিজ্য মূল্য ছিল তিন মিলিয়ন মূল্যের সোনা। এইসময় বিন্দু ভেনিসীয় বণিক পার্সিয়া ও দূর প্রাচ্যের দিকে যায়।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভেনিসের বাণিজ্যগৌরব হ্রাস পায়। সপ্তদশ শতকে আসে সাধারণ সঙ্কট এবং ভেনিস নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয় না এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক গৌরব চলে যায় উত্তরাঞ্চলে এবং সেখানে তা চিরস্থায়ী হয়।

Q. 11. ইউরোপে 'কৃষ্ণমৃত্যু' (Black death) ও মহামারীর আর্থসামাজিক ফল কী ছিল?

(What were the effects of Black death and Epedemics in Early modern Europe.) [B. U. 2004]

উত্তর। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে **J.F.C. Hecker** অসুস্থতার আগমনকে বহুল প্রচলিত ব্ল্যাক ডেথ বা 'কৃষ্ণমৃত্যু' নামে অভিহিত করেন। ১৩৪৭ থেকে ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে মধ্যে যে অসুখটি ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল তাকে সমসাময়িকরা মহামারীরূপে জানত। প্লেগ ছাড়াও সে সময় আমাশয় রোগ, স্মলপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সিফিলিস, হাম প্রভৃতি অসুখ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্লেগ মহামারী ছিল এক

নতুন অসুখ, যার লক্ষণ ছিল কাঁপুনি এবং ভয়াবহ মৃত্যু। যদিও এই অসুখটি ছিল নতুন এবং এর ফলে বহু লোক মারা যাচ্ছিল, কিন্তু এর উৎসস্থলটি আপাতদৃষ্টিতে ছিল খুবই সাধারণ। যেসব মানুষ মুসলমানদের ভয়ে কাফা থেকে পলায়ন করে তারা তাদের সঙ্গে প্লেগ বহন করে নিয়ে যায় ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়। প্লেগে বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যুর হার ছিল বিভিন্ন। এছাড়া স্মলপক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ও অন্যান্য সংক্রমক জ্বর, প্লেগের বছরগুলিতে মৃত্যুর হারকে প্রভাবিত করেছিল। সিফিলিস ছিল নবজাগরণের যুগের মানুষদের কাছে চরম যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা, যদিও এতে মৃত মানুষের সংখ্যা ছিল সামান্য।

প্লেগের অভিজ্ঞতা নবজাগরণের যুগের সমাজের চিত্রকে পুনর্গঠন করে। প্লেগ (এবং পরবর্তী কালে সিফিলিস)কে মানুষ ও সমাজের শরীরে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ভাবা শুরু হয় এবং মনে করা হয় আরও বেশি মুক্ত বিশ্ব হল আরও বেশি বিপজ্জনক। নবজাগরণ যুগের মহামারী উল্লেখজনকভাবে গরীব, ভবঘুরে ও ইহুদিদের প্রতি মানুষের আচরণকে পরিবর্তন করে এবং এর ফল তাদের পক্ষে হয় কঠোর। জীবাণু সংক্রমণ বহিরাগতদের প্রতি ভীতি বৃদ্ধি করেছিল এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে বৃদ্ধি করছিল। হারমান গিগাস (Herman Gigas) নামক ফ্রান্কোনিয়া থেকে আসা এক খৃষ্টান ভিক্ষু তার প্রতিবেদনে দেখিয়েছিল কীভাবে বিদেশ থেকে আনা বিষাক্ত মাকড়সা ও ব্যাঙ আনার অপরাধে এবং কুঁয়ো ও ঝরণাগুলি বিষাক্ত করার অপরাধে বহু ইহুদিদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে এইভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অত্যাচার শুরু হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৩৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে রাইনল্যান্ডের ইহুদি সম্প্রদায় ভীষণভাবে কষ্ট ভোগ করে। একই রকম আক্রমণ ও অত্যাচারের ঘটনা অন্যত্রও দেখা যায়। যদিও কিছু ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ প্রচেষ্টা করেছিল ইহুদিদের রক্ষা করতে, পোপ ষষ্ঠ ক্লিমেন্টও চার্চের মাধ্যমে ইহুদিদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যারা বহু ইহুদিদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছিল তাদের দোষারোপ করেছিলেন।

প্লেগ অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, যেমন—গরীব, ভবঘুরে, বিশেষত অপুষ্ট, ক্ষুধার্ত, উদ্দেশ্যহীন মানুষ যারা দুর্ভিক্ষের সময় রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাই দারিদ্র্য ও প্লেগের মধ্যে অথবা দারিদ্র্য এবং রোগের বীজ বহনকারীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র খোঁজা যেতে পারে, যা আধুনিক যুগের প্রথমদিকে সমাজকল্যাণ ও নিকাশী ব্যবস্থার মূলকথায় পরিণত হয়েছিল। তখন মূল কথাই ছিল প্লেগ নিয়ন্ত্রণ মানে হল সমাজ নিয়ন্ত্রণ। খুব শীঘ্রই যারা প্লেগে আক্রান্ত

Scanned by CamScanner

হয়েছিল এবং প্লেগ আক্রান্তদের সংস্পর্শে যারা ছিল, তাদের অপবাদ দেওয়া হতে থাকে এবং তাদের বহিরাগত হিসাবে মনে করা হতে থাকে। এই একই আচরণ পূর্বে কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে করা হত। সিফিলিস ও বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক নোংরা অসুখকে গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে।

ঐতিহাসিকরা দীর্ঘদিন ধরে পৌর বিধি তৈরি ও তার প্রয়োগের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের কৃতিত্ব দিয়েছেন প্লেগকে। **কার্লো সিপোলা (Carlo Cipola)** বলেছেন যে এইসব শুরু হয় ১৩৪৭-৫১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ব্যাপী ব্যাধির পরে। বিভিন্ন শহর, যেমন ফ্লোরেন্স এই ভীতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যখন অস্থায়ী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, তখন কিন্তু সংক্রমণের প্রাথমিক স্তরে সরকারীভাবে জনস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্লোরেন্স কোনো স্থায়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করেনি। নবজাগরণের যুগে জনস্বাস্থ্য গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সারা ইউরোপের শহরগুলিতে কিছু আমলাতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠনের জন্য।

অর্থনীতিতে প্লেগের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী প্রভাব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতো বিরোধ আছে। ১৩৪৭-৫২ খৃষ্টাব্দে প্লেগের প্রাথমিক আক্রমণে জনসংখ্যা হঠাৎ ভীষণভাবে কমে যায় এবং অবস্থার পুনরুদ্ধার হয় ধীরে ধীরে। কিছু ঐতিহাসিক বলেন প্লেগ পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করে এবং মধ্যযুগীয় সার্ফ প্রথার অবসান ঘটায়, তবুও কিছু জটিল প্রশ্ন থেকে যায়। **Herlihy** বলেছেন জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য ধ্বংসসাধন নতুন উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল, শ্রম সাশ্রয়কারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লব ঘটে যায়। কিন্তু, অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তাঁর এই বক্তব্য সমর্থন করেন না।

Q. 12. ইউরোপে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার পুঁজিবাদের উত্থানে কীভাবে সাহায্য করেছে?

(How did the Banking system accelerated the pace of capitalism in Europe.)

উত্তর। সপ্তদশ শতকে অর্থনীতির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্রব্যের বিনিময় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু, অর্থের সঠিক ব্যবহারের ক্ষমতারও অর্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্ব ছিল। কিন্তু, যারা সুদে টাকা খাটাত তারা তাদের অর্থ ব্যবহার করার জন্য অতিরিক্ত মূল্য দাবি করত। ষোড়শ শতকে সুদের হার খুবই চড়া হয়েছিল—এক বছরে দশ শতাংশের

মতো। আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতক থেকে। আমস্টারডাম ব্যাঙ্ক (১৬০৯) কাগজী মুদ্রা ও হুণ্ডী দিত ধাতুমুদ্রার বদলে। আমস্টারডাম ব্যাঙ্ক বা Huiys Van Leening (ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান) কেউই খুব বেশি ঋণদান করত না। কিন্তু, তারা বণিকদের ঋণগ্রহণ ও ঋণদানের পদ্ধতিতে সাহায্য করত। অরেঞ্জ বংশের উইলিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সরবরাহ করতে এবং তিনটি ইঙ্গ-ডাচ্ যুদ্ধের ফলে জনগণের কাছে ঋণ-সংক্রান্ত যে সমস্যা হয়েছিল, তার সমাধান করার জন্য ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড স্থাপিত হয় (১৬৯৪)। বেসরকারী অর্থের ওপরও এর খুব লাভজনক প্রভাব পড়েছিল।

যখন ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছিল, তখন এটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, খুব কম ব্যক্তি বিশেষই এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবসা করবে। এমন কি সরকারের আর্থিক সংস্থানের ব্যাপারেও এর ভূমিকা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এছাড়া সরকারী রাজকোষ স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় (১৭১০—১৩) বার্ষিক লটারির মাধ্যমে যত টাকা জোর করে আদায় করেছিল, ব্যাঙ্ক কিন্তু তার বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তত টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি। প্রথম যুগের পুঁজিপতিদের এই লটারির প্রতি ঝোঁক, তাদের জুয়াখেলার প্রতি আকর্ষণ করে। অনিশ্চিত বিশ্বের সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্য। অনিশ্চিত বিষয়ের থেকে মুনাফা করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে, কিন্তু সঙ্কট অন্যরূপ গ্রহণ করেছিল। সপ্তদশ শতকে স্কটিশ ব্যবসায়ীরা কখনও কখনও তাদের হিসাবের বই-এ (business book) শ্রমিকদের হিসাব লিপিবদ্ধ রাখত এবং একই সঙ্গে বৈধ-অবৈধ উভয় প্রকারের হিসাবই লিপিবদ্ধ করত। বার্ষিক ঋণের বৃত্তি (tontines) বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কত বছর বাঁচবে তা নিয়ে বাজি ধরতে থাকে।

ষোড়শ শতকে অর্থনৈতিক কৌশলের অগ্রগতি দুটি দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। **প্রথমত,** পঞ্চদশ শতকে মূল্যবান ধাতুর চাহিদা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেতন প্রদানের রীতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং ভীষণভাবে বহুমুখী ছাড়পত্রের মতো একটা ভালো ব্যবস্থার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** ষোড়শ শতকে মূল্যবান ধাতুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার এবং আন্তর্জাতিক ধাতব মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি ঋণদানের ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে। তৎকালীন সময়ে ঋণ দেওয়া হত মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে, অথবা নিয়মমাফিক নথিপত্রের মাধ্যমে যা IOU নামে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ ঋণের সুদের স্থলে হুণ্ডির আগমন ঘটে।

Scanned by CamScanner

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে স্থানীয় অর্থনীতিতে ভোক্তাদের ধার বৃদ্ধি পায়। ঋণ প্রদানের জন্য তৃতীয় পক্ষকে আনায়নের ক্ষেত্র হস্তান্তরের দলিল ছিল খুবই পুরাতন পদ্ধতি এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ঋণ ধার্য করার এটাই ছিল স্বাভাবিক পন্থা। এই পথ ব্যবহার করা হত নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রত্যর্পণের অঙ্গীকার পত্রের রূপে, সপ্তদশ শতকের ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণস্বীকার পত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। এই নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রত্যর্পণের অঙ্গীকার পত্রের থেকে। হস্তান্তরের দলিল (assignment) হস্তান্তরিত বন্ডের আকারে, ঋণের বিলের আকারে, বাধ্যতামূলক বিলের আকারে ব্যবহৃত হত। স্থানীয় অর্থনীতি দ্বারা সাহায্য পেয়ে এই IOU গুলি হাতে হাতে ঘুরতে থাকে।

যদিও ঋণ মূলত দেওয়া হত গ্রামীণ অর্থনীতির ভোক্তাদের। তাদের প্রায়শই বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। যেসব ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানত জমা নিত তারা জমা নেওয়ার রসিদ দেওয়া শুরু করে, যা অর্থের বিকল্প হিসাবে হাতে হাতে ঘোরা শুরু করে এবং ১৬৫৮ সালের পর থেকে আমস্টারডাম ব্যাঙ্কে এই ব্যবস্থা শুরু হয়। ব্যাঙ্ক নোটের প্রবর্তন হল স্বাভাবিক উন্নতির প্রতীক, যা ১৬৯৪ সাল থেকে ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্ক ইউরোপে শুরু করেছিল। সামগ্রিক ভাবে কাগজী ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার গুরুত্ব নিহিত আছে অর্থ সরবরাহের মধ্যে। এর ফলে বহুদূর পর্যন্ত এমন কি দুই ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে সঞ্চয়ের স্থানান্তর সম্ভব হয়।

তাই আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব সাক্ষী ছিল ঋণের বিভিন্ন ব্যবস্থার—দেনা, বন্ড, ঋণ স্থানান্তর (credit transfer) ব্যাঙ্ক, কাগজী মুদ্রা প্রভৃতির সাথে ধাতবমুদ্রা ও মূল্যবান ধাতুকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। ১৭৩০-এর দশকে এই পদ্ধতি বহু ইটালীয় ও ইহুদীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই নতুন আর্থিক পদ্ধতি বুলিয়ানের বৃদ্ধি ছাড়াই ইউরোপের অর্থ ভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই অগ্রগতির গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, সহজ ও সস্তা ঋণ ব্যবস্থা, এসবই হল শিল্পের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। যদিও ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে মূল্য বিপ্লব হয়েছিল কি না তা বলা খুবই কঠিন।

ইউরোপের আন্তর্জাতিক অর্থ-পরিশোধের দিকটি মূলত দেখত আমস্টারডাম। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের এবং বাল্টিকের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যও মূলত দেখত আমস্টারডাম্। অর্থ-পরিশোধ (payment) বিষয়টি এখন বহুমুখীতা লাভ করে। সপ্তদশ শতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উদ্ভব। ১৬০৯ সালে আমস্টারডাম্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং পৌরসভার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, এটা

ছিল উত্তর ইউরোপের প্রথম জনসাধারণের ব্যাঙ্ক। ১৬৮৩ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ বিনিময় ও জমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাঙ্ক কোনো ব্যক্তিবিশেষকে টাকা অগ্রিম দিত না, কিন্তু ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে স্বল্প-মেয়াদী শর্তে টাকা অগ্রিম দিত। এই ব্যাঙ্কের মান এমন ছিল। যার ফলে আমস্টারডাম্ ইউরোপের বিনিময়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এছাড়া আমস্টারডাম তার পুঁজির আধিক্য ও স্বল্পসুদের হারের জন্য পরিচিত ছিল।

১৬৪০ খৃস্টাব্দের পূর্বে ইউরোপের বেশির ভাগ ব্যাঙ্কের কার্যকলাপই পরিচালিত হত মধ্যযুগের মতো, বেসরকারী ব্যাঙ্কারদের দ্বারা বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা অনেকটা পরিবারের মতো। ধীরে ধীরে ইটালীয়দের স্থলে আসে জার্মান, ফ্লেমিশ, ডাচ, এমনকি ইংরেজ ব্যাঙ্কার বা ব্যাঙ্কিং এতদিন যে বাণিজ্যকেন্দ্র, বীমা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা থেকে সরে আসে। সরকারী অর্থবিনিয়োগ ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র ছিল ষোড়শ শতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি থেকে বড় শহর, রাজা, এবং বিভিন্ন রাজ্য টাকা ধার নেওয়া শুরু করে। ভেনিস ব্যাঙ্ক অব্ রিয়াল্টো সরকার স্থাপন করে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে, মিলানে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে, আমস্টারডামে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে, হামবুর্গে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে, ও নুরেনবার্গে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে। এই ব্যাঙ্কগুলি ছিল অর্থ বিনিয়োগের সবচেয়ে সুরক্ষিত পথ। সেসময় ব্যবসায়িক লেনদেনের ওপর, ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনার ওপর এবং সামুদ্রিক বীমার ওপর জোর দেওয়া হত। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি নিয়মিতো পরিষেবা শুরু করে এবং তাদের এজেন্টগুলিকে সংবাদ পত্র দিয়ে প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো শুরু হয়। এভাবে সংবাদের বিস্তারভার ব্যবস্থার সহায়ক হয়।

Scanned by CamScanner